Cosmo School

শ্রেণি: অষ্টম

বিষয়: বাংলা ২য় পত্র

মংডুর পথে

আমাদের পূর্ব দিকের প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার ভ্রমণের ফলে লেখক বিপ্রদাশ বড়ুয়া যেসব অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তার কিছু বিবরণ এ ভ্রমণকাহিনিতে বর্ণিত হয়েছে। মিয়ানমারের পশ্চিম সীমান্তের শহর মংডু দিয়ে লেখকের ওই দেশ সফর শুরু হয়েছিল। এই ভ্রমণকাহিনিতে মংডুর মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে এই রচনায় যেমন ধারণা পাওয়া যায়, তেমনি সেখানে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মের লোকের পরিচয়ও পাওয়া যায়। সেখানকার মেয়েরা অনেকটা স্বাধীনভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য করে। একসময় মংডু ছিল 'আরাকান' (বর্তমানে রাখাইন প্রদেশ) নামের এক স্বাধীন দেশের অংশ। সেখানে ছিল মুলমানদের শাসন। মিয়ানমারে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রাধান্য থাকলেও মংডুতে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মুসলমানের বসবাস লক্ষ করেছেন লেখক।

লেখক বিপ্রদাশ বড়ুয়া ইউনাইটেড হোটেলে জায়গা না পেয়ে প্রায় অনাথের মতো বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে অন্য হোটেলে গিয়ে উঠলেন। লেখকের ভাষায়, অবস্থা শোচনীয় বললেও কম বলা হয়। বেড়ার ঘরের দোতলার মাঝবারান্দায় বসেই তিনি বুঝতে পারেন যে ওটা একটি চতুর্থ শ্রেণির হোটেল হলেও হতে পারে। কাঠের মেঝে, কাঠের যেমন-তেমন দেয়াল। বিছানায় গিয়ে পরখ করে দেখতে পেলেন উঁচু-নিচু চষা জমির মতো তোশক। মশারিতে বিচিত্র ও বিপরীতধর্মী নানা রকম উৎকট দুর্গন্ধ। মাথার ওপরে পাখা থাকলেও রাত ৯টার পর বিজলি থাকে না।

প্রশ্ন: লেখক যে হোটেলে রাত্রি বাস করেছেন, সে সম্পর্কে তিনি কী বলেছেন? ব্যাখ্যা করো।

মিয়ানমার অঞ্চলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা পুরোহিতদের 'ফুঙ্গি' বলা হয়। ফুঙ্গিদের জীবিকা সম্পর্কে লেখক বিপ্রদাশ বড়ুয়া বলেছেন যে ভিক্ষা ছাড়া ভিক্ষু বা ফুঙ্গিদের চলবে না। ভিক্ষাই তাদের জীবিকা বলে সকালে তারা খালি পায়ে ভিক্ষা করতে বের হয়। সে সময় তাদের হাতে ভিক্ষা পাত্র বা ছাবাইক থাকে। আগে এটি কাঠ বা লোহা দিয়ে তৈরি হতো। এখন লাক্ষা (গালা, লাল রঙের বৃক্ষনির্যাস) দিয়ে তৈরি হয়। বার্মায় (মিয়ানমার) ফুঙ্গিদের (বৌদ্ধ সন্নাসী) অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হয়।

লেখক ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলো দেখতে পাবেন, এই ভেবে আরাকানের পথে যেতে পেরে খুশি হয়েছিলেন। 'মংড়–র পথে' রচনায় লেখক তাঁর মিয়ানমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। মংড়– দিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল। তিনি এই পথে আসতে পেরে খুশি হয়েছিলেন। কারণ পথে আরাকান পড়বে, আর তিনি আরাকান রাজ্যের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন রাজধানী ম্রাউক-উ দেখতে পাবেন। আরাকান একসময় বার্মা থেকে আলাদা স্বাধীন রাজ্য ছিল। তার পরিধি ছিল উত্তরে ফেনী নদী থেকে আন্দামান সাগরের কাছাকাছি পুরো বঙ্গোপসাগর উপকূলজুড়ে। আর সেখানেই আরাকান রাজ্যের রাজসভায় দৌলত কাজী, আলাওল সাহিত্যচর্চা করেছেন।

প্রশ্ন: লেখক আরাকানের পথে যেতে পেরে খুশি হয়েছিলেন?